ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ইসলামী ব্যাংকসমূহে চর্চিত 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা': একটি শরয়ী বিশ্লেষণ

প্রফেসর ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম*

An Investment Method of '*Murābahatu Lil Āmiri Bish-shirā*' practiced by Islamic Banks: a *Sharī'ah* based analysis

Abstract

Murābahatu Lil Āmiri Bish-shirā (مُرَابَحَةٌ لِلآمِرِ بِالشِّرَاءِ) Murābaha in purchase order) is one of the investment methods exercised by Islamic Banks and financial organizations in the modern days. In recent days this method of investment, established based on traditional Murābaha, is most commonly exercised in many countries including Bangladesh. Present article is aimed to discuss process of transection through this investment method, opinion of Islamic scholars on legality of this kind of investment in the light of Islam, to remove doubt and confusion about this method and to present a guideline for exercising the method by Islamic banks as per the instruction of Sharī'ah. The article is prepared mostly following descriptive method together with applied method of presentation. The article tries to prove that investment through this kind of method, i.e. 'Murābahatu Lil Āmiri Bish-shirā' and dividend through this investment can be approved by Sharī'ah and be Halāl if it is exercised as per the instruction of Sharī'ah.

***Keywords**: Murābaha; Islamic Banking; sale on credit; Murābaha in purchase order.*

সারসংক্ষেপ

'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' (Murabaha in purchase order) আধুনিক যুগে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহে অনুসৃত অন্যতম বিনিয়োগ পদ্ধতি। সনাতন

* অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুরাবাহার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত এ বিনিয়োগ পদ্ধতি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সর্বাধিক অনুশীলিত। এ লেনদেনের প্রক্রিয়া, এর বৈধতা সম্পর্কে আলিমগণের মতামত, এ সম্পর্কিত সন্দেহ সংশয় নিরসন এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর শরীআহসম্মত অনুশীলনের দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে প্রায়োগিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়, মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা যথাযথ শরীআহ পরিপালন করে অনুশীলন করা হলে তা হালাল ও এর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশও হালাল। তবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহকে খুব সতর্কতার সাথে এ পদ্ধতির অনুশীলন করা অপরিহার্য।

মূলশব্দ: মুরাবাহা, ইসলামী ব্যাংকিং, বাকিতে বিক্রয়, মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা।

ভূমিকা

বর্তমানে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ শরী'আহভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন করে। তন্মধ্যে 'বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা' অন্যতম অনুসৃত পদ্ধতি। বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগকৃত অর্থের সিংহভাগ এ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় অনেক প্রতিষ্ঠানে মাত্র এই একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেই বিনিয়োগ দেয়া হয়। সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতি শরী'আহসম্মত হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত হলেও 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে শরীআহ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরত দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণও এ বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুশীলনে কখনো কখনো ভুল করে থাকেন, যা মূলত এ পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র প্রবন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টির পর্যালোচনা ও যথাযথ শরীআহ পালন করে এর বিশুদ্ধ অনুশীলনের পথ নির্দেশনা প্রদানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা'

বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা-এর অর্থ হচ্ছে, পণ্য ক্রয় করে দেয়ার আবেদনকারীর নিকট লাভে পণ্য বিক্রয় করা। এটি সুদবিহীন ব্যাংকিং ও অর্থায়নের জগতে অনুশীলিত একটি আধুনিক পরিভাষা। এ পরিভাষাটি সর্বপ্রথম সামী হাসান আহমদ হামূদ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে উপস্থাপিত তার পিএইচডি থিসিসে ব্যবহার করেন।[১] ফলে এ পদ্ধতির ব্যাপারে পূর্বসূরী আলিমগণের

১. তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: সামী হাসান হামুদ, *তাতভীরুল আ'মাল আল-মাসরাফিয়্যাহ বিমা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ* (আম্মান: মাতবাআতুশ শারক ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২হি.)

কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক অনেক আলিম এর সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন আহমদ সালেম মুলহিম বলেন:

> طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى مصرف، يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين الأول بالشراء والثاني بالبيع، بثمن وربح يتفق عليهما مسبقا.
>
> গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংক বরাবর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পণ্য ক্রয় করে দেয়ার আবেদন, যা ব্যাংকের মঞ্জুরী এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত মূল্য ও লাভের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ পণ্য ক্রয়ের এবং দ্বিতীয় পক্ষ বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।[২]

পদ্ধতিটির স্বরূপ

এ পদ্ধতির অনুশীলন হয় এভাবে যে, একজন গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসে কোন সরবরাহকারীর নিকট হতে নির্ধারিত পণ্য ক্রয় করে দেয়ার জন্য আবেদন করবে। সরবরাহকারীর নিকট হতে উক্ত পণ্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ দ্বারা ক্রয় করবে। পরবর্তীতে গ্রাহক ও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে সব বৈধ শর্তে সম্মত হয়েছেন সেসব শর্তে নির্ধারিত লাভসহ তার (গ্রাহকের) নিকট বাকি মূল্য কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ধরে নিয়ে পণ্যটি বিক্রয় করা হবে ও পণ্যটি তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। মূলত এই ক্রয় বিক্রয় তিনটি স্তরে সমাপ্ত হয় :

ক. অনুরোধ বা আবেদন: গ্রাহকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অুনরোধ বা আবেদন করা হয়দ

খ. চুক্তি সম্পাদন: এই চুক্তি দুটি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়

১. প্রথম পক্ষ অর্থাৎ গ্রাহক উক্ত পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার করে।

২. দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান উক্ত পণ্য গ্রাহককে ক্রয় করে দেয়ার অঙ্গীকার করে।

গ. ক্রয়-বিক্রয়: ভিন্ন ভিন্ন চুক্তিতে দু'টি ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে এ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হবে।

প্রথম ক্রয় বিক্রয়

এটি সম্পাদিত হবে পণ্য সরবরাহকারী কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির মধ্যে। এখানে গ্রাহকের কোন ভূমিকা থাকবে না, তবে প্রতিষ্ঠান উক্ত গ্রাহককে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করলে সেটি ভিন্ন কথা। এ ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য স্বয়ং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরবরাহকারীকে প্রদান করবে; কোনভাবেই তা গ্রাহককে প্রদান করা যাবে না।

---

২. আহমাদ সালেম মুলহিম, *বাঈ' আল-মুরাবাহা ওয়া তাতবীকাতুহু ফীল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাহ* (আম্মান: দারুছ ছাকাফাহ, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৭৫

দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়

সরবরাহকারীর নিকট হতে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান পণ্য বুঝে পেয়ে দখলে আসলে তা বাকিতে এবং কিস্তির ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে দিবে।

উল্লেখ্য, প্রথম ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহককে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলে তিনি সরবরাহকারীর নিকট হতে উক্ত পণ্য ক্রয় করে তা ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দিবেন। ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান উক্ত পণ্য নিজের দখলে নিয়ে তারপর তা দ্বিতীয়বারে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করবে।

বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা'র শর্তাবলি

এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় শরীআহসম্মত হওয়ার শর্তাবলি হলো:

১. উভয় পক্ষই আসল মূল্য ও লভ্যাংশ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যদি আসল মূল্যের সাথে অন্য কোন খরচাদি যুক্ত হয়ে থাকে তাও গ্রাহককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া;

২. ব্যাংকের প্রতিনিধি সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য বুঝে নেয়ার পর পণ্যে কোন ত্রুটি দেখা গেলে তাও গ্রাহককে জানিয়ে দেয়া;

৩. কতদিনে কত কিস্তিতে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে তা স্পষ্ট হওয়া;

৪. বিক্রেতা যদি পণ্যের কোন ক্ষতি সাধন করে থাকে, তাহলে আনুপাতিক হারে মূল্য হ্রাস বৈধ;

৫. পণ্য একসাথে ক্রয় করলে আংশিক বিক্রয় ঠিক হবে না;

৬. সরবরাহকারী হতে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত পণ্য দখলে নেয়ার পর তা গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করা বৈধ হবে; অন্যথায় নয়;

৭. পণ্যের মূল্য সরবরাহকারীর হাতেই দিতে হবে। গ্রাহককে দিলে বৈধ হবে না;

৮. উভয়ের মধ্যে দুটি পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে, প্রথমটি ওয়াদ বিশ শিরা (পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার) আর দ্বিতীয়টি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি।

উল্লেখ্য, সরবরাহকারীর নিকট হতে ক্রয়কৃত পণ্য গ্রাহক ওয়াদ বিশ শিরা বা ক্রয়ের ওয়াদা করার কারণে নিতে বাধ্য থাকবেই এমনটি চুক্তি হলে বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতির ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে না। এর অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে, এই ওয়াদা যদি চূড়ান্তভাবে পালন করতেই হয় তাহলে এ দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রাহকের ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিই সম্পন্ন হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান উক্ত গ্রাহকের সাথে এমন কিছু বিক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যার মূল মালিকানা এখনো উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্জন করতে পারেনি। আর যা মালিকানায় আসেনি তা বিক্রয় ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। সরবরাহকারীর নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে বুঝে নেয়ার পরেই তা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা যাবে; তার পূর্বে নয়।

৯. Down payment : (عربون) অর্থাৎ মূল্যের অংশবিশেষ গ্রাহক থেকে নেয়া এ ক্রয়-বিক্রয়ে বৈধ। তবে তা সরবরাহকারীর নিকট থেকে পণ্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দখলে আসার পরে। এক্ষেত্রে অগ্রিম চেক নিতে হলেও তাতে স্বাক্ষর হতে হবে পণ্য ব্যাংকের দখলে আসার পরে। অন্যথায় ঐ পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে, যা ব্যাংকের মালিকানার বহির্ভূত। আর এমন পণ্য যা ব্যাংকের মালিকানায় আসেনি, তা ইসলামী শরীআহ বিক্রয় বৈধ নয়।

১০. গ্যারান্টি রাখা : ক্রেতার নিকট থেকে বাকি মূল্য উসূল করার জন্য তার কোন সম্পদ বন্ধক রাখা অথবা তার পক্ষ থেকে অন্য কাউকে জামিন রাখা বৈধ, যাকে কাফীল বলা হয়। বন্ধকী সম্পদ ব্যবহার করে তা থেকে ফায়দা ওঠানো সুদের নামান্তর।[৩] একইভাবে এ বন্ধক উক্ত পণ্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে ব্যাংকের দখলে আসার পর হস্তান্তর হতে হবে।

এই ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার অনিবার্য শর্তটি হচ্ছে পণ্য ব্যাংকের দখলে আসার পর গ্রাহক উক্ত পণ্য নিতে বাধ্য থাকবে এমন কোন চুক্তি সম্পাদন না হওয়া।[৪] কারণ

৩. মুহাম্মদ তাকী উছমানী, *ফিকহী মাকলাত* (দেওবন্দ, ১৯৯৫), খ. ১, পৃ. ৮৬-৮৭

৪. এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কোনো কোনো আধুনিক ইসলামী ফকীহ ও চিন্তাবিদ এরূপ মত পোষণ করে থাকেন। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞ আধুনিক ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, এ জাতীয় বেচাকেনায় ব্যাংক ও গ্রাহক দু পক্ষই নিজ নিজ চুক্তি প্রতিপালনে বাধ্য থাকবে। এ জাতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ড. সামী হাম্মুদ, ড. ইউসূফ আল-কারযাভী, ড. আহমদ আলী আস-সালূস, ড. সিদ্দীক মুহাম্মাদ আল-আমীন, ড. মুহাম্মাদ আল-বাদাভী, ড. ইব্রাহীম ফাযিল আদ্‌দব্বু, শায়খ মুহাম্মদ 'আলী আত-তাসখীরী, শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুহু 'উমার, শায়খ 'আবদুস সাত্তার আবূ গুদ্দাহ, শায়খ 'আবদুল হামিদ আস-সা'য়িহ, ড. মুহাম্মদ 'উমার শাবিরা এবং আরো অনেকেই। বিস্তারিতের জন্য দেখুন, ড. মুহাম্মাদ সারসূরের লিখিত 'بيع المرابحة للآمر بالشراء' ।

আমরা মনে করি যে, ক্রয়ের ওয়াদা করার পর তা পালন করা বাধ্যতামূলক না হওয়া মর্মে প্রবন্ধকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ কথা ইসলামের মূল আদর্শেরও পরিপন্থী। ইসলামের আলোকে প্রত্যেক মু'মিনই তার প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পালন করতে নৈতিক ও আইনগতভাবে বাধ্য। যে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার বাধ্যবাধকতা নেই, তা হলে সে প্রতিশ্রুতি করার শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন কী?! তাছাড়া বেচাকেনার অগ্রিম অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং চূড়ান্তভাবে ক্রয়বিক্রয় সম্পাদন করা এক কথা নয়। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে কুয়েতে ওআইসি ফিক্‌হ একাডেমির সম্মেলনে 'মুরাবাহা লিল আমির বিশশিরা ও ওয়াদা পরিপালন সম্পর্কে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "কোনো পণ্যের ওপর শারী'আহসম্মত উপায়ে অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতার মালিকানা ও দখল লাভের পর 'মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা'র ভিত্তিতে বিক্রি করা হলে তা বৈধ ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে। শর্ত হচ্ছে, (অর্ডারদাতা) ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের পূর্বে পণ্য নষ্ট হলে তার দায়দায়িত্ব (অর্ডারপ্রাপ্ত) বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। ... এখানে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা পালন দীনী দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক; তবে কোনো ওযর

এহেন পরিস্থিতিতে গ্রাহক উক্ত পণ্য যদি ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে থাকে, তাহলে তা মূলত ক্রয় বিক্রয় পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ারই নামান্তর। আর পণ্য তো সরবরাহকারীর নিকট হতে ক্রয়ের পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দখলে পেলেও ওয়াদ বিশ শিরার সময়ে চুক্তি পালন যদি গ্রাহকের জন্য অপরিহার্য হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সময়েই ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে। অথচ তখন উক্ত পণ্য ব্যাংকের দখলে আসে না। অতএব, ব্যাংক দখলে না আসা পণ্য বিক্রয় করার কারণে এই পরিস্থিতিতে শারীআহের দৃষ্টিতে ক্রয় বিক্রয় বৈধ হয়নি বলার অবকাশ আছে।[৫]

বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা বৈধ হওয়ার দলীলসমূহ

১. ইবন আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. মদীনাতে এমন সময় আগমন করলেন যখন মদীনাবাসীগণ এক বা দু বছরের মেয়াদে বাকিতে; বর্ণনাকারী ইসমাইল সন্দেহ করে বলেন, দুই অথবা তিন বছরের মেয়াদে খেজুর সালাম পদ্ধতিতে (মূল্য অগ্রিম ও পণ্য বাকিতে) বেচাকেনা করতেন। এ বিষয়ে তিনি বললেন,

مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

যে ব্যক্তি খেজুরের সালাম করতে চায়, সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওযনে সালাম করে।[৬]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বর্তমানের মূল্য অনুযায়ী সালাম করতে শর্ত করেননি। সুতরাং বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে কোন বাধা নেই।

২. আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. তাকে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় উটের কমতি দেখা দিল। তখন

থাকলে ভিন্ন কথা।" (ইসলামী ফিকহ একাডেমি, পঞ্চম অধিবেশন, কুয়েত, ডিসেম্বর ১৯৮৮, সিদ্ধান্ত নং: ৪০-৪১ (৫/২ ও ৫/৩) মার্চ ১৯৮৩ সালে কুয়েতে ইসলামী ব্যাংক সম্মেলনে গঠিত ফকীহদের বিশেষ কমিটি এ সম্পর্কে সুপারিশ করে যে, "ক্রয়কৃত পণ্যের মালিকানা ও দখল লাভের পর 'মুরাবাহা লিল আমির বিশশিরা'র ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য পারস্পরিক ওয়াদা করা এবং উক্ত ওয়াদাপত্রে লাভে ক্রয়ের আদেশদাতার কাছে বিক্রি করা শরীআহসম্মত। ... উল্লেখিত ওয়াদা গ্রাহক অথবা ব্যাংক কিংবা উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও লেনদেনে শৃঙ্খলার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। এতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা বাধ্যতামূলক করাটা শরীআহের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য। .."(ড. আলী আহমাদ আস-সালুস, *মাওসূ'আতুল কাদায়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মু'আছারাহ ওয়াল ইকতিসাদিল ইসলামী* (কাতার: দারুস সাকাফাহ), পৃ. ৬০১) (নির্বাহী সম্পাদক)।

৫. http://alkafeel.net/islamiclibrary

৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আল জামি' আছছাহীহ* (বৈরূত: দারুত তাউক, ১৪২২ হি.), কিতাবুস সালাম, বাবুস সালাম ফী কাইলিন মা'লুম, খ. ২, পৃ. ৭৮১, হাদীস নং ২২৩৯

রাসূলুল্লাহ স. তাকে যাকাতের জওয়ান উট নেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি যাকাতের উট না আসা পর্যন্ত বাকিতে দুটি উটের বিনিময়ে একটি করে উট ক্রয় করলেন।[৭]

ইবনুল মুসায়য়িব বলেন,

لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل

বাকিতে দুটি উটের পরিবর্তে একটি উট বা দু'টি ছাগলের পরিবর্তে একটি ছাগল নিলে তাতে সুদ নেই।[৮]

এখানে বাকিতে দুটির বিনিময়ে একটি করে গ্রহণ করাকে বৈধ বলা হয়েছে। সুতরাং বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করা ইসলামী শরীআহ কোন দোষের নয়।

৩. আয়িশা রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা রা. এসে বললেন-

إِنَّ أَهْلِى كَاتَبُونِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِى تِسْعِ سِنِينَ فِى كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ...

"আমি প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় উকিয়া আদায় করার শর্তে কিতাবাতের চুক্তি করেছি। ..."[৯]

এ হাদীসে কিস্তিতে আযাদ হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স.-এর সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি এটিকে অস্বীকার করেননি। সুতরাং এদ্বারা আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় বৈধ বলে প্রমাণিত।

৪. 'আয়িশাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

রাসূলুল্লাহ স. এক ইয়াহুদীর নিকট হতে নিজের লৌহের বর্ম বন্ধক রেখে বাকিতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন।[১০]

ইয়াহুদীগণ অর্থলিপ্সু। তারা বাকিতে বর্তমান দামে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট খাদ্য বিক্রয় করেছিল এটি বিশ্বাস্য নয়। বরং সে অতিরিক্ত মূল্য নিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ

৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস, *সুনান আবূ দাউদ* (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, সনবিহীন), কিতাবুল বুয়ূ', বাবুন ফীর রুখসাতি ফী জালিক, খ. ৩, পৃ. ২৫৬, হাদীস নং ৩৩৫৯
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِى قِلاَصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

৮. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৭৬

৯. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ২, পৃ.৭৫৯; মুসলিম, *আস সহীহ* (বৈরূত: দারুল জিল ও দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তা বি.), খ. ৪, পৃ. ২১৪, মুনীব ও দাসের মধ্যে আযাদ করে দেয়ার চুক্তিকে কিতাবাত বলে।

১০. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৭৯

স. তারপরেও উক্ত ইয়াহুদী থেকে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায়, বাকিতে বেশি দামে পণ্য বিক্রয় বৈধ। সুতরাং 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' শরীআহসম্মত একটি লেনদেন। অপরদিকে বাকিতে পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য লাভজনক। বিক্রেতার জন্য লাভ হচ্ছে সে বেশি লাভ করল আর ক্রেতার জন্য লাভজনক সে পরিশোধের জন্য বেশি সময় পেল। সেজন্য বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে আপত্তির কিছু নেই।

৫. প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সব অনেক সময় কারো কারো থাকে না। যদি বাকিতে ক্রয়কে অবৈধ করে দেয়া হয়, বিক্রেতা নিশ্চয় নগদ মূল্য ছাড়া বাকিতে বিক্রয় করবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ দূরূহ হয়ে পড়বে। মানুষকে কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্ত করে জীবনকে সহজসাধ্য করা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

"আর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের উপর কোন অপরাধ নেই।"[১১]

তিনি আরো বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না।"[১২]

তিনি অন্যত্র আরো বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"[১৩]

রাসূলুল্লাহ স. মু'আয ও আবূ মূসাকে য়ামানে পাঠানোর সময়ে বলেছিলেন, يَسِّرَا ولا تُعَسِّرَا সহজ করো, কঠিন করো না।[১৪] তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

"তোমাদেরকে সহজকারী করে প্রেরণ করা হয়েছে, কঠিনকারী হিসেবে নয়।"[১৫]

তার অর্থ এটা নয় যে শরীআহের সবকিছু সহজ করে দেয়া হবে। যেহেতু ইসলামী শরীআহ এ ক্রয়-বিক্রয় হারাম বলে কোথাও উল্লেখ নেই, সেহেতু মু'আমালা হিসেবে

১১. আল-কুরআন, ৪ : ২৪

১২. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

১৩. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

১৪. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১১০৪

১৫. আবূ দাঊদ, *আসসুনান*, খ. ১, পৃ. ১৯৫

এটি বৈধ। কেননা হারামকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,[১৬]

﴿وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্তুর গোশত) কেন খাবে না, যা জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, তিনি তোমাদের ওপর কোন্ কোন্ বস্তু হারাম করেছেন। সে কথা অবশ্যই আলাদা যখন তোমাদের তার ব্যাপারে একান্ত বাধ্য (ও নিরূপায়) করা হয়। অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো (মানুষকে) বিপথে চালিত করে। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।"

সুতরাং যা হারামের বর্ণনায় নেই তা হালাল।

যারা বাকিতে বিক্রয়ে নগদের চেয়ে বেশি নেয়াকে অবৈধ বলেন, তাদের একমাত্র যুক্তি হচ্ছে, এ লেনদেনে সময় বাড়িয়ে দেয়ার কারণে ঋণের অংকও বাড়িয়ে দেয়া হয়, যা মূলত সুদ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের এ যুক্তি সঠিক নয়। বড়জোর এতটুকু বলা যায়, এখানে সময় বাড়িয়ে দিয়ে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয়। সময় বাড়ানোর বিপরীতে ঋণের অংক বাড়ানো আর সময় বাড়ানোর বিপরীতে পণ্যের মূল্য বাড়ানো কখনো এক নয়। এখানে বিষয়টি হচ্ছে, বিক্রেতা বলে থাকে যে, আমি এ পণ্য বাকিতেই বিক্রয় করব; তবে এই অংক ছাড়া বিক্রয় করব না। আসলে সময়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি বলত যে, আমি এ পণ্য এই মূল্য ছাড়া বিক্রয় করব না। তারপর মূল্য পরিশোধের সময় বাড়িয়ে মূল্যও বাড়িয়ে দিত, তাহলে তা নিঃসন্দেহে সুদ বলেই গণ্য হত। কেননা তখন সে সময় বাড়িয়ে দেয়ার বিপরীতে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিল বলে ধরা যেত, যা সুদেরই নামান্তর। তবে প্রথম থেকেই সময়ের সাথে পণ্যের মূল্যকে না জড়িয়ে এমনিতে বাড়িয়ে ধরলে শরীআহ এর কোন আপত্তি নেই। তবে এই ক্রয় বিক্রয় সুদমুক্ত হওয়ার জন্য আরো কিছু শর্তাবলি রয়েছে, যা আমরা পরে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

১. এই ক্রয় বিক্রয় বিদগ্ধ ফকীহদের বৈধতা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় বৈধ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদগ্ধ ফকীহদের বক্তব্য হচ্ছে-

১৬. আল-কুরআন, ৬ : ১১৯

❖ ইমাম আশ-শাফি'ঈ রহ. বলেন,

وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحُك فيها كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ.

এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তিকে একটি পণ্য দেখিয়ে বলেন, তুমি আমাকে এটি ক্রয় করে দাও এবং আমি তোমাকে এই পরিমাণ লাভ দেব। উক্ত ব্যক্তি যদি তাকে সে পণ্যটি ক্রয় করে দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে।[১৭]

❖ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী আল-হানাফীকে আস-সারাখসীর বর্ণনা মতে প্রশ্ন করা হয়েছিল-

أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارًا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام (...) وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع عنه الضرر بذلك.

"এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নির্দেশ দিল এই বলে যে, এক হাজার দিরহামে একটি বাড়ি সে তাকে ক্রয় করে দিবে এবং সে তা থেকে এক হাজার দুইশত দিরহামে তা ক্রয় করে নিবে। তখন নির্দেশিত ব্যক্তি সেটি ক্রয় করল এবং পরে সে আশঙ্কা করল যে, হয়ত নির্দেশদাতা এটি নাও নিতে পারে, তখন সে বাড়িটি যাকে কিনে দিতে বলা হয়েছিল তার নিকটেই থেকে যাবে। এরূপ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ কী? তখন তিনি (আশ-শায়বানী) এই বলে সমাধান দেন যে, নির্দেশিত ব্যক্তি বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি এই শর্তে ক্রয় করবে যে, আমি তিন দিনের মধ্যে এটি প্রয়োজন না হলে ফেরত দিতে পারব, সেই অধিকার চাচ্ছি। যদি নির্দেশদাতা সেটি ক্রয় করতে না চান, তাহলে কথামত তিন দিনের মধ্যে বিক্রেতাকে নির্দেশিত ব্যক্তি তা ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষতির হাত থেকে নিজে রক্ষা পাবে।"[১৮]

এখানে মূলত আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলা হয়েছে।

❖ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, তিনিও উপরে বর্ণিত শায়বানীর মতই এ ধরনের ক্রয় বিক্রয়কে বৈধ মনে করেন।[১৯] সুতরাং এ সকল ফকীহ 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' ক্রয়-বিক্রয়কে যে বৈধতা দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৭. আশ-শাফি'ঈ, *আল উম্ম* (বৈরূত: ১৩৯৩হি.), খ. .., পৃ. ৩৩৯

১৮. মাজমা'উল ফিকহুল ইসলামী, *মাজাল্লাতু মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, জিদ্দা, খ. ৫, পৃ. ৮৪৯, আশশায়বানীর আল-হিয়াল গ্রন্থের পৃ. ৭৯ হতে সংগৃহীত

১৯. ইবনুল কায়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াককি'ঈন* (বৈরূত: ১৯৭৩), খ. ৪, পৃ. ৩০

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা মূলত (الاستصناع) (অর্ডার নিয়ে কোন কিছু তৈরি করে দেয়া) লেনদেনের মত। আর তা হচ্ছে কোন কিছু বানানোর জন্য ক্রেতা প্রস্তুতকারীকে অর্ডার দেয়। অর্ডার মত সে পণ্য তৈরি করলো। উক্ত ক্রেতার জন্য অর্ডারদাতা তা ক্রয় করে নিল। এটি যেমন বৈধ, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাও তেমন বৈধ। আল ইসতিছনা লেনদেনে যেমন প্রথমত পণ্যের অস্তিত্ব ছিল না, এ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও পণ্যের অবস্থা ছিল একই। সেটি বৈধ হলে এটিও বৈধ। সুতরাং উপরোল্লিখিত দলীলাদির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

সংশয় নিরসন

এখানে 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' যেমন অনেক বিদগ্ধ ফকীহের কাছে বৈধ বলে আলোচিত হলো, তেমনি এই ধরনের ক্রয় বিক্রয়ের বৈধতা নিয়ে কোন মুসলিম মনীষীর সন্দেহ সংশয়েরও উদ্রেক হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে সেই সন্দেহ সংশয়গুলো উপস্থাপন করে সেগুলোকে নিরসন করা হলো:

সন্দেহ-১ : এটি বায়'উল 'ঈনা

কারো কারো মতে এ লেনদেন বায়'উল 'ঈনার অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য এ লেনদেন অবৈধ। ফকীহদের নিকট বায়'উল 'ঈনা হচ্ছে দুটি ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেনের নাম, যার প্রথমটিতে যিনি বিক্রেতা থাকবেন, পরেরটিতে তিনি ক্রেতা হয়ে যান। একইভাবে প্রথমটিতে যিনি ক্রেতা থাকেন, পরেরটিতে তিনি বিক্রেতা হয়ে যান। আর পণ্যের মূল্যের দিক থেকে প্রথমটিতে বাকি মূল্যে বেশি দামে বিক্রয় হয় এবং দ্বিতীয়টিতে তা থেকে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। যেমন-

প্রথম ক্রয়-বিক্রয় : ক্রেতা 'ক', বিক্রেতা 'খ', ও পণ্য 'গ' যার মূল্য বাকিতে এক হাজার টাকা

দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় : ক্রেতা 'খ', বিক্রেতা 'ক', ও পূর্বেরই 'গ' পণ্যকে নগদ আটশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করল। অর্থাৎ 'ক' এর নিকট 'খ' প্রথম 'গ' = একমন চাল বিক্রয় করল বাকিতে এক হাজার টাকায়। পরে 'খ' এর নিকট 'ক' ঐ একই পণ্য নগদে বিক্রয় করল আটশত টাকায়। সুতরাং প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ে 'ক' পণ্যের মূল্য পরে পরিশোধ করবে বিধায় তা ক্রয় করল এক হাজার টাকায় আর দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়ে 'খ' পণ্যের মূল্য নগদে পরিশোধ করার কারণে 'ক' কে দিল আটশত টাকা। বাস্তবে 'খ' প্রথম থেকেই পণ্যের মালিক ছিল, এখনও মালিকই থাকল। মাঝখানে টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন হল মাত্র। সেখানে যে দুইশত টাকা বেশি নেয়া হল তা মূলত সুদ (ربا النسيئة)। 'খ' হল সুদ গ্রহীতা আর 'ক' হল সুদদাতা। এ ক্রয় বিক্রয় হারাম। 'ঈনা নগদ অর্থকে বুঝায়। এখানে মূল উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয় নয়; নগদ অর্থ।

সেজন্য একে বায়'উল 'ঈনা বলা হয়। কথিত আছে, এটির মূল শব্দ এসেছে আল আ'উন থেকে অর্থাৎ সাহায্য, বিক্রেতা আসল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্রেতার সাহায্য সহযোগিতা নেয়, সেজন্য একে বায়'উল 'ঈনা বলে। কারো কারো মতে, এটি আল'আনাত হতে উদ্ভুত, যার অর্থ কষ্ট স্বীকার করা।[২০] অনেক কষ্টে এ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে একে বায়'উল 'ঈনা বলা হয়। এর অর্থ ঋণও হয়।[২১] এর অর্থ চোখে দেখা যাচ্ছে এমন পণ্য।[২২]

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট এই ক্রয় বিক্রয়ের লেনদেনটি ফাসিদ। প্রথমটি শুদ্ধ। ইমাম মালিক ও আহমাদ রহ. প্রমুখের নিকট উভয় লেনদেনই বাতিল।[২৩] তবে ইমাম আশ-শাফি'ঈ একে মাকরূহ বলেছেন।[২৪] আয-যুহায়লী বলেছেন, শাফি'ঈর এ মত প্রত্যাখ্যাত। কেননা এটি স্পষ্টত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। সে কারণে আশ-শাফি'ঈর এ মত কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।[২৫]

সন্দেহ নিরসন : 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' আর 'বায়'উল 'ঈনা' এক নয়। কেননা বায়'উল 'ঈনাতে একই পণ্যের একবার যে ক্রেতা হয় পরবর্তীতে সে হয় বিক্রেতা এবং সেখানেই প্রথম ক্রয়-বিক্রয়টি দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রত্যক্ষ শর্ত বলে উল্লেখ থাকে, যা 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' ক্রয়-বিক্রয়ে থাকে না। এখানে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রেতা থাকে তৃতীয় অন্য ব্যক্তি, একইভাবে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয় অবৈধ হওয়ার মত শর্তযুক্ত কোন কিছু জড়িত থাকে না। 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা'তে প্রথম বিক্রেতাই পুনরায় একই পণ্যের মালিক হয় না, বরং তার মালিক হয় অন্য তৃতীয় ব্যক্তি (গ্রাহক)। পক্ষান্তরে বায়'উল 'ঈনাতে প্রথম বিক্রেতাই পুনরায় ঐ পণ্যের মালিক হয়। সুতরাং দুটি এক নয়। সেজন্য বায়'উল 'ঈনা অবৈধ হলেও আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন বৈধ।

সন্দেহ-২ : একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয় বিক্রয়

একই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় (صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ) অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' অবৈধ। একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয়ের উদাহরণ হচ্ছে, একজন ৫০ কেজি চাল ২০০০ টাকায় একমাস

---

২০. আল খাত্তাব আল'আয়নী, *মাওয়াহিবুল জালীল* (বৈরূত: ১৪২৩ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৯৩

২১. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: তাবি.), খ. ১৩, পৃ. ২৯৮

২২. ইবন ফারিস, *মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ২০০

২৩. আবূল মুযাফফার য়াহইয়া আশ শায়বানী, *ইখতিলাফুল আইম্মাতিল উলামা* (বৈরূত: ১৪২৩ হি.), খ. ১, পৃ. ৪০৪

২৪. আযযুহায়লী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিললাতুহু*, খ. ৫, পৃ. ১৪৮

২৫. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪০

পরে সরবরাহ করা হবে শর্তে ক্রয় করল। নির্ধারিত সময়ে বিক্রেতা বলল, তুমি আমাকে আরো একমাস সময় দাও আমি তোমাকে ৫৫ কেজি চাল দিয়ে দেব। এটি মূলত একই লেনদেনে অন্য আরো একটি লেনদেন সংযুক্ত হয়ে দুই লেনদেন অনুষ্ঠিত হওয়ায় অতিরিক্ত ৫ কেজি চাল এখানে সুদ হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا.

যে একই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দুই ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করল, তার জন্য উভয়ের মধ্যে নিম্নমূল্য গ্রহণ বৈধ হবে। অন্যথায় তা সুদ বলে গণ্য হবে।[২৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

রাসূলুল্লাহ স. একই লেনদেনের মধ্যে দুই লেনদেনকে নিষিদ্ধ করেছেন।[২৭]

এ দুই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

সন্দেহ নিরসন

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতি এবং একই ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি ক্রয়-বিক্রয় বা একই লেনদেনে দুটি লেনদেন পদ্ধতি এক নয়। ইমাম শাফি'ঈ রহ. একই ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি ক্রয়-বিক্রয় বলতে নিম্নলিখিত ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝিয়েছেন-

ক. বিক্রেতার পক্ষ হতে একই পণ্য বাকিতে হলে এত ও নগদে হলে এত টাকায় বিক্রয় করার প্রস্তাব দেয়া। কোন সন্দেহ নেই যে, মূল্য স্থির না হওয়ায় এ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ. বিক্রেতার পক্ষ হতে এইভাবে বলা যে, আমি আমার এই জমিটি একলক্ষ টাকায় অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করলাম, যাতে সে আমার কাছে তার গাভীটি বিক্রয় করে। তাছাড়াও ইসলামী শরীআহর দৃষ্টিতে একই ক্রয় বিক্রয়ে দুটি ক্রয় বিক্রয় বলতে অন্য পদ্ধতিও বোঝায়, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি ৫০ কেজি চাল একমাস পরে সরবরাহ করা হবে শর্তে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করল। নির্ধারিত সময় ৫০ কেজি চাল দিতে না পারায় সে আরো একমাস সময় বাড়িয়ে ৫৫ কেজি চাল দেয়ার নতুন চুক্তি করল। এখানে অতিরিক্ত ৫ কেজি অবশ্যই সুদ বলে গণ্য হবে।

২৬. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২৯০, আল হাকিম, *মুসতাদরাক আলাস সাহীহায়ীন*, (বৈরূতঃ ১৪১১ হি.), খ. ২, পৃ. ৫২

২৭. আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, খ. ৬, পৃ. ৩২৪

উপরোল্লিখিত কোন পদ্ধতির সাথে 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতির মিল নেই। এখানে উল্লেখিত প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে ক্রেতা-বিক্রেতা মাত্র দুজনই উভয়ের মধ্যে এই লেনদেন দুই লেনদেন পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতিতে একই ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানে একই লেনদেনের মধ্যে দুটি লেনদেন নয়; বরং প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহকারীর মধ্যে একটি লেনদেন আর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে দ্বিতীয় লেনদেন পৃথক পৃথকভাবে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং কোনভাবেই এটি একই লেনদেনে দু'টি লেনদেন হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন, যাদের পক্ষও ভিন্ন ভিন্ন। সেজন্য একই লেনদেনে দু'টি লেনদেন মনে করে 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা'কে অবৈধ বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

সন্দেহ-৩ : পণ্যের অধিকার পাওয়ার আগে বিক্রয়

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতি মূলত যে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বিক্রয়েরই নামান্তর। আর যে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথবা দখলে আসেনি তা বিক্রয় করা যেহেতু শরীআহ বৈধ নয়, সেহেতু আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাও বৈধ নয়। যে পণ্যের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নেই তা বিক্রয় যে বৈধ নয় সে সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يأتيني الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عندي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

হাকীম ইবন হিযাম রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে যা বিক্রয়ের জন্য আমার নিকট নেই এমন কিছু আমার থেকে ক্রয় করতে চায়। এরপর আমি তার কাছে তা বাজার থেকে এনে বিক্রয় করি। তিনি বললেন "যা তোমার কাছে নেই তা তুমি বিক্রয় করো না।[২৮]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

عن حَكِيمِ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

হাকীম ইবন হিযাম রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি অনেক পণ্য ক্রয় বিক্রয় করি তন্মধ্যে কী হালাল রয়েছে আর কী হারাম রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি কোন পণ্য ক্রয় করলে যতক্ষণ না তা তুমি দখলে নিতে পারবে ততক্ষণ তা বিক্রয় করবে না।[২৯]

২৮. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩০২; আহমদ ইবন হাম্বল, *সুমনাদ*, খ. ২৪, পৃ. ২৬; ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, (বৈরূতঃ তাবি), খ. ২, পৃ. ৭৩৭; আত তিরমিযী, *সুনান*, (বৈরূতঃ তাবি), খ. ৩, পৃ. ৫৩৪

২৯. আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, খ. ২৪, পৃ. ৩২

যেহেতু আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে কোন পণ্য দখলে না নিয়েই বিক্রয় করা হয়, সেহেতু এ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

সন্দেহ নিরসন

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' ও এখানে উল্লেখিত যে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বিক্রয় করা এক নয়। আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে দুটি ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়। প্রথমটি হয় ব্যাংক ও পণ্য সরবরাহকারীর মধ্যে। সেখানে ব্যাংক সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে পণ্য নিজের দখলে নিয়ে নেয়। ব্যাংক উক্ত পণ্যের মালিক হয়। উক্ত পণ্য সে সময়ে নষ্ট হয়ে গেলে তার ঝুঁকিও ব্যাংককে বহন করতে হয় এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংক তার গ্রাহককে উক্ত পণ্য নির্ধারিত লভ্যাংশ যুক্ত করে বাকিতে বিক্রয় করে। সুতরাং আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বিক্রয় হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। উল্লেখ্য, যদি ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারী থেকে বুঝে নেয়ার পূর্বেই তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে তা অবশ্যই বৈধ হবে না। সে ত্রুটি এ পদ্ধতির নয়, সে ত্রুটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার। একইভাবে গ্রাহকের ক্রয় করার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক তার কাছে যা নেই তা কিন্তু তার কাছে বিক্রয় করে না। সে সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করে এনে দ্বিতীয় লেনদেনের মাধ্যমে তার সাথে ক্রয় বিক্রয় লেনদেন করে। সুতরাং ব্যাংক গ্রাহকের কাছে কোন পণ্যের মালিক না হয়েই বিক্রয় করে এমন কথা ঠিক নয়।

যাই হোক, এখানে বিক্রেতার নিকট নেই এমন কোন পণ্য সম্পর্কে তার উক্তি "আমি অমুক পণ্য অমুক মূল্যে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম" এবং গ্রাহকের পক্ষ থেকে ব্যাংককে বলা "আমি অমুক পণ্য ক্রয় করতে সম্মত আছি, আপনি তা আমাকে ক্রয় করে দিন" উভয় বক্তব্যের ভিতর অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটিতে পণ্য অনুপস্থিত, তবে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, যা অবৈধ। আর দ্বিতীয়টিতে তো ক্রয় বিক্রয় সম্পন্নই হয়নি, সে সময়ে পণ্যের অস্তিত্ব থাকা না থাকার প্রশ্ন অবান্তর। সুতরাং দুটি বিষয় কখনো এক নয়। সেজন্য যা দখলে নেই, আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয় বিক্রয়ে তাই-ই বিক্রয় করা হয় বিষয়টি তেমন নয়। বরং পণ্য দখলে এনেই তা বিক্রয় করা হয়। সেজন্য এ ক্রয় বিক্রয় বৈধ।

সন্দেহ ৪ : ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয়। কোন ব্যবসায়ী অন্য কারো জন্য কোন পণ্য নগদে ক্রয় করে তা উক্ত ব্যক্তির নিকট মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করার অর্থই হচ্ছে সুদ। এ প্রসঙ্গে আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান আলবাজী বলেন:

لأَنَّهُ يَبْتَاعُ لَهُ الْبَعِيرَ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ بِعِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ سَلَّفَهُ عَشَرَةً فِي عِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ.

> একজন অন্যজনকে তার জন্য দশ দিরহাম দিয়ে একটি উট এই শর্তে ক্রয় করতে বলে যে, সে তা বাকিতে তার থেকে বিশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করবে। এর অর্থ হচ্ছে, সে তা থেকে দশ দিরহাম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করল আর তা (পরিশোধের জন্য সময় নিয়ে) তা বিশ দিরহাম হিসেবে পরিশোধ করল।[৩০]

এখানে একটি উট দশের বিনিময়ে ক্রয়ের নির্দেশ পেয়ে তা ক্রয় করে উক্ত ব্যক্তিকে বিশ টাকায় বিক্রয় করা মূলত পরিশোধের ক্ষেত্রে সময় বাড়িয়ে দেয়ার কারণেই হয়েছে, যা মূলত সুদেরই নামান্তর।

সন্দেহ নিরসন

এক্ষেত্রে দুটি পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে আল বাজীর বর্ণনা মতে, উক্ত উট মূলত আমিরের (ক্রয়ের নির্দেশ দাতার) জন্যই দশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে তা ঐ একই ব্যক্তির নিকট বাকিতে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়া হবে বিধায় তা বিশেষ বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে। এখানে ক্রেতার পক্ষ হতে দশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করার শর্ত দিয়ে দেয়ায় এ লেনদেন অবৈধ। এটা সুদী লেনদেন সে বিষয়ে আমরাও একমত। তবে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাতে ব্যাংক প্রথমত পণ্য নিজেই মালিক হওয়ার জন্য নগদে নিজের টাকা দিয়েই ক্রয় করে যেখানে উক্ত পণ্যের মূল্য কত হবে তা নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয় না। সুতরাং ব্যাংক নিজের জন্য কমমূল্যে ক্রয়কৃত কোন পণ্য আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা বা ক্রয় করে দেয়ার নির্দেশদাতার নিকট বেশি দামে বিক্রয় করা অবশ্যই বৈধ। পূর্বোল্লিখিত আল বাজীর বর্ণনায় আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়ের জন্য দশ দিরহাম নির্ধারণ করে দেয়া মূলত এটি তিনি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে ধর্তব্য, পরে তা বিশ দিরহামে বাকি ক্রয়ের অর্থই হচ্ছে অতিরিক্ত দশ টাকা ঋণের টাকার উপর বেশি দেয়া সুতরাং সেটি সুদ। পক্ষান্তরে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রয়কৃত পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংক নিজেই ক্রয় করে তার উপর লভ্যাংশ যোগ করে বিক্রয় করা মূলত আল বাজীর বর্ণিত পদ্ধতি থেকে একেবারেই ভিন্ন। এটির পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণে এ লেনদেনের লভ্যাংশ সুদ হিসেবে পরিগণিত হয় না। সুতরাং ঐ লেনদেন শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ। আল বাজীর পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়টি ফকীহদের নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন উভয়টি বৈধ বলেই গণ্য। অপরদিকে বাকিতে বিক্রয় হওয়ার কারণে সময় বাড়ানোর বিনিময়ে যে মূল্য বেশি নেয়া হচ্ছে বিষয়টি তেমন নয়।

---

৩০. আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইবন খালফ আল-বাজী, *আল-মুনতাফা ফী শারহি মুয়াত্তা*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯

সন্দেহকারীদের মতে, সময় বাড়ানোর বিনিময়ে অর্থ বেশি নেয়া প্রত্যক্ষভাবে সময় বাড়ানোর মূল্য হিসেবে নেয়া হয়েছে ধারণা করা এজন্য সঠিক নয় যে, সময় বাড়ানোর কারণে পরোক্ষভাবে পণ্যের মূল্য বাড়তে পারে, যে বৃদ্ধিটি সরাসরি সময়ের বিনিময়ে নয় বরং পণ্যের বিশেষ গুণের কারণে। পশুর পেটের বাচ্চা পৃথকভাবে বিক্রয় করা বৈধ নয়; তবে পশুর পেটে বাচ্চা থাকার কারণে পশুর মূল্য বাড়িয়ে বিক্রয় করা শরীআহের দৃষ্টিতে বৈধ। এদ্বারা প্রমাণিত হল, কিছু জিনিসের পৃথক মূল্য নেয়া না গেলেও পরোক্ষভাবে তার কারণে উক্ত জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে দিলে শরীআহর কোন আপত্তি থাকে না। এখানে আল-মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে বাকিতে পণ্য দেয়া হচ্ছে বলে মূল্য পরবর্তীতে উসুল করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এ কারণে অর্থাৎ সময়ের বিনিময়ে পণ্যের মূল্য বাড়েনি বরং যেহেতু এ লেনদেনে ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় সেজন্য অতিরিক্ত মূল্য পরে দেয়ার বিষয়টি উক্ত পণ্যের বিশেষ গুণ বিবেচনা করে মূল্য বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যের মূল্য দেরীতে পরিশোধযোগ্য বিধায় 'দেরীতে পরিশোধযোগ্য' বিষয়টি পরোক্ষভাবে পণ্যের একটি গুণে পরিণত হয়েছে। সেজন্য এই পণ্য বিশেষ গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে পণ্যটিকে বেশি দামে বিক্রয় করা বৈধ বিবেচিত হচ্ছে, যা কোনভাবেও পরোক্ষভাবে সময় বাড়িয়ে মূল্য পরিশোধ করা যাবে মনে করে উক্ত সময়ের বিনিময়ে বাড়ানো হচ্ছে বলে ধারণা করার সুযোগ নেই। সুতরাং বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে বাজার দরের চেয়ে পণ্যের অতিরিক্ত যে মূল্যটুকু নেয়া হয়, তা সময় বাড়িয়ে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়ার কারণেই নেয়া হয়, এই অভিযোগ তুলে যারা আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনকে অবৈধ বলে ধারণা করেন আসলে তাদের এ ধারণা সঠিক নয়।

সন্দেহ-৫

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' আসলে যত না বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, তার চেয়েও এটি অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থের আদান প্রদান, যাকে হালাল করার জন্য মাঝখানে কোন পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে মাত্র। সুতরাং এখানে ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ সুদ আদায়ই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং এ লেনদেন অবৈধ।

সন্দেহ নিরসন

সকল ক্রয় বিক্রয় নগদ হোক বা বাকিতে হোক নিরপেক্ষ বিচারে তো প্রত্যেকটিকে এভাবেই বিশেষণযুক্ত করা যেতে পারে যেমনটি এখানে করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের ভাষায় সেখানে যত না ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন তা থেকে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনই উদ্দেশ্য। যেমন তারা বলেন, একজন বিক্রেতা একশত টাকা মূল্যে কিছু ক্রয় করে তা একশত দশ টাকায় বিক্রয় করলে আসল কথা দাঁড়ায়, সে তা থেকে একশত টাকার বিনিময়ে একশত দশ টাকা গ্রহণ করেছে আর একে বৈধ

করার জন্য পণ্যটিকে এ লেনদেনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে মাত্র। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে বিশেষণে এরূপ উল্লেখ করার সুযোগ থাকলেও কিন্তু বিষয়টি এমন নয় যেমনটি তারা বুঝাতে চেয়েছেন। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ লেনদেনকে হারাল করেছেন। এর কারণ হচ্ছে-

বিক্রেতা এখানে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক তার শ্রম-মেধা-অর্থ পূর্ব থেকেই এ পণ্যের মধ্যে বিনিয়োগ করে রেখেছেন। এ পণ্য জমা করে রাখলে কালের আবর্তে গুণগত পরিবর্তনও হয়ে থাকে, যা অবশ্যই বিক্রেতার জন্য একটা ঝুঁকি। তার শ্রম, মেধা যা কিছু সে সেখানে খাটিয়েছে, তার বিনিময়ে সে অবশ্যই লাভে উক্ত পণ্য বিক্রয় করতে পারে। সেজন্য এ ক্রয়-বিক্রয়ে লভ্যাংশ বৈধ। পক্ষান্তরে টাকার বিনিময়ে টাকা বেশি নিলে সেখানে যেমন ঝুঁকিও থাকে না, তেমনি তার কোন কর্মকাণ্ড সেখানে ভূমিকা রাখে না, যার বিনিময়ে সে অতিরিক্ত কোন সুবিধা ক্রেতা থেকে পেতে পারে। সেজন্য অর্থের বিনিময়ে অর্থ বেশি নিলে তা হয় সুদ। সে কারণে এ ধরনের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা অবৈধ। আলোচ্য আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই ঝুঁকি থাকে। বিক্রেতার শ্রম, মেধাও বিনিয়োগ হয়। যার বিপরীতে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ নেয়া বৈধ।

সন্দেহ-৬

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন দায়িত্বের বিপরীতে ঋণ বিক্রয়েরই নামান্তর, যা ইসলামে অবৈধ।

عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

> ইবন 'উমার হতে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ স. এক ঋণের বিনিময়ে অন্য ঋণকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[৩১]

এই লেনদেনে বিক্রেতা পণ্যও দিচ্ছে না, ক্রেতা মূল্যও দিচ্ছে না। সুতরাং এটি ঋণের বিপরীতে ঋণ বিক্রয় ব্যতীত কিছুই নয়।

সন্দেহ নিরসন

আসলে তো এটি ওয়াদ বিল বা'ঈ। মূল ক্রয়-বিক্রয় নয়। ব্যাংক পণ্য হাতে পেলেই তো মূল ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন হবে। পণ্যও ক্রেতাকে বুঝে দেয়া হবে। সুতরাং এটা ঋণের বিপরীতে ঋণ বিক্রয় নয়। বিষয়টি তা থেকে ভিন্ন। সুতরাং 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয় নয়; আসলে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ আদান প্রদানের অভিযোগে এই লেনদেনকে অবৈধ বলার কোন সুযোগ নেই।

---

৩১. আদ দারাকুতনী, *আস সুনান* (বৈরূত: ১৩৮৬ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭১

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের ও দলীলাদির ভিত্তিতে এই ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ প্রমাণিত হয়নি, সেজন্য এ ক্রয়-বিক্রয় সন্দেহাতীতভাবে বৈধ। এখানে ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারী এবং ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে পৃথক পৃথক যে দুটি ক্রয় বিক্রয় হয়েছে, তা ইসলামী ক্রয়-বিক্রয় নিয়মনীতির আলোকে এইজন্য বৈধ যে, এটি পারস্পরিক লেনদেনের বিষয় আর লেনদেন ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ কোন শরয়ী দলীলের দ্বারা তা হারাম বলে প্রতিপন্ন না হয়। যেমন বলা হয়েছে-

الأصل في عقود المعاملات الإباحة حتى يرد المنع منها.

"লেনদেনের চুক্তি অবৈধতার দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তা বৈধ।"[৩২]

এখানে এটি হারাম হওয়ার তেমন কোন দলীল পাওয়া যায়নি; বরং নিম্নে উপস্থাপিত আয়াতসমূহ এ লেনদেনকে বৈধতা দেয়। আয়াতগুলো হচ্ছে-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .

"আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন।"[৩৩]

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।[৩৪]

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

"তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।"[৩৫]

সুতরাং আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন অবশ্যই বৈধ।

ইসলামী ব্যাংকসমূহে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ও শরীআহ

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হতে পেরেছি যে, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে ব্যবসা করা ইসলামী শারী'আয় সম্পূর্ণ বৈধ। তবে আমরা যেমনটি পূর্বেও বলেছি যে, যে কোন ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীআহ বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে। আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিও শরীআহ অনুযায়ী বৈধ হতে হলে বেশ কিছু বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কার্যকর করা প্রয়োজন। অন্যথায় এ ক্রয়-বিক্রয়ও সুদী লেনদেনে পরিণত হতে পারে। সেজন্য ব্যাংক, গ্রাহক ও সরবরাহকারী সকলেই, বিশেষ করে ব্যাংককে অতীব সতর্কতার সাথে

৩২. আবহাছু হায়'আতি কিবারুল 'উলামা, খ. ৫, পৃ. ১১২
৩৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫
৩৪. আল-কুরআন, ৫ : ০১
৩৫. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

নিম্নের কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে প্রয়োজনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পরিপালনে বদ্ধ পরিকর হতে হবে। ভুললে চলবে না যে, ব্যাংকের সামান্য ত্রুটিও এই লেনদেনকে সুদী লেনদেনে রূপান্তর করতে পারে। কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ-

১. গ্রাহকের পক্ষ থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন

মূলত শরয়ী পরিভাষায় এ অঙ্গীকারনামাকে ওয়াদ বিশ শিরা বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহণের আবেদন করার পর অঙ্গীকার গ্রাহকের পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয়। এ অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংককে উক্ত পণ্য ক্রয় করে দিতে হয়। তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে, এই অঙ্গীকার ধর্মীয় ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যাংকের জন্য পালন বাধ্যতামূলক হলেও গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কেননা এটি বাধ্যতামূলক হলেই এ দু'পক্ষের বাধ্যতামূলক অঙ্গীকারের কারণে ক্রয় বিক্রয় পূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেহেতু পণ্য এখনো ব্যাংকের দখলে নেই, ক্রয়ও করা হয়নি, এরূপ পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক অঙ্গীকারের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। সেজন্য গ্রাহকের জন্য উক্ত অঙ্গীকার পালন বাধ্যতামূলক করলে ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্য ব্যাংককে বিষয়টি সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে, যাতে ব্যাংকও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার গ্রাহকের অঙ্গীকারও যাতে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত না হয়। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকের থেকে জামানত গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি তার কারণে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তা থেকে তা সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, উক্ত জামানতকে শরীআহর পরিভাষায় الضمان بالجدية (প্রবল ইচ্ছার জামানত) বলা হয়। উল্লেখ্য, ওয়াদ বিশ শিরা বা ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গিকারপত্র সম্পাদন করার সময় পণ্যের ধরণ প্রকৃতি ক্রয়মূল্যের পরে লভ্যাংশের হার প্রভৃতি স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যাতে ভুল বুঝাবুঝি ধোকা বা কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত না থাকে।

উল্লেখ্য, মূলত কোন কোন ফকীহ এ ক্ষেত্রেও সাধারণ ওয়াদার মত ওয়াদা পালনকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের প্রামাণ্য দলীলও তারা উপস্থাপন করেছেন। আমরা তাদের মতের সাথে সাধারণ ওয়াদা পালন যে অপরিহার্য সে বিষয়ে একমত। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন যে হারাম সে বিষয়টিও আমাদের ভুললে চলবে না। যেমন কেউ যদি কোন হারাম কাজ করার ওয়াদা করে, তাহলেও কী তাকে সে ওয়াদা পালন অপরিহার্য হবে? কক্ষনো নয়। তাহলে সকল ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন অপরিহার্য বিষয়টি তেমন নয়। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রটি ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে ওয়াদা পালন যে অপরিহার্য নয়, সে বিষযেরও দলীল রয়েছে।[৩৬] বিশেষ

৩৬. এ ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন অপরিহার্য কী অপরীহার্য নয় সে বিষয়ে ফকীহদের মতামত ও উভয় পক্ষের দলীলসহ পর্যালোচনা দেখুন: আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আররাযীন এর প্রবন্ধ 'হুকমুল ইলযামি বিলওয়াফায়ি বিলওয়াদ', http://almoslim.net/node/82806

করে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রাহকের পক্ষ থেকে দেয়া পণ্য ক্রয়ের ওয়াদাটিকে মূলত ওয়াদা না বলে ক্রয়ের আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করা বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা এ ক্ষেত্রে ক্রয়ের ওয়াদাকে 'অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে' ধরে নিলে এ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর এ অবস্থায় ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া শরীআহের কয়েকটি নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন-

* ক্রয় বিক্রয় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতেই বৈধ হয়। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের সময় সম্মতি প্রদানের পথ আগের থেকেই রুদ্ধ হয়ে থাকে। বরং পণ্য গ্রহণ করতে ক্রেতা বাধ্য হয়, যা 'সম্মতি' এর সাথে সাংঘর্ষিক। সে জন্য এ যৌক্তিক কারণে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতার পক্ষ থেকে ওয়াদা পালনকে আধুনিক যুগের অধিকাংশ ফকীহগণ অপরিহার্য বলেন নি।

* ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম নীতিতে 'খিয়ার' বা চুক্তি বলবৎ রাখা, না রাখার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন অপরিহার্য হলে, এ অধিকার রহিত হয়। সে জন্য ওয়াদা পালন এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

* ওয়াদা পালন এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলে এ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হয়, যেহেতু এ সময় পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় নেই সে সময় যদি ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হয়, তাহলে ব্যাংক মালিক হয়নি এমন কিছুকে বিক্রয় করেছে বলে ধর্তব্য হবে, যা ইসলামী শরীআহ অবৈধ। সে জন্য ওয়াদা পালন এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য করা সঠিক নয়।

এ সঠিক বিষয় বিবেচনা করে ক্রয় বিক্রয়ে বিশেষ করে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরার ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে ওয়াদা পালনকে অপরিহার্য করা হয় নি। এর পক্ষে মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামীর একটি সিদ্ধান্ত[৩৭] ও ফাতাওয়া লাজনাতিদ দায়্যিমাতি লিলবুহূছিল ইসলামিয়াতি ওয়াল ইফতা বিভাগের একটি ফাতওয়া[৩৮] বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য।

২. সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয়

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' মূলত ভিন্ন ভিন্ন দুটি ক্রয় বিক্রয় বা লেনদেন। সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয় এ লেনদেনের প্রথম লেনদেন। মূলত এটি

৩৭. *মাজাল্লাতু মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, ৫ম সংখ্যা, খ. ২, পৃ. ১৫৯৯

৩৮. *মাজাল্লাতু আল বুহূছিল ইসলামিয়্যাহ*, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ১১৪; উল্লেখ্য যে, যদিও কোনো কোনো আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ এরূপই মত প্রকাশ করেছেন; তবে আধুনিক একদল বিশেষজ্ঞ এরূপ মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, ব্যাংক কারো শুধু আগ্রহ বা ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে কোনো পণ্য ক্রয় করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ব্যাংক বিরাট ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। তাছাড়া বেচাকেনার অগ্রিম অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং চূড়ান্তভাবে ক্রয়বিক্রয় সম্পাদন করা এক কথা নয়। -নির্বাহী সম্পাদক।

সম্পন্ন হয় ব্যাংক ও সরবরাহকারীর মধ্যে, গ্রাহকের সাথে এ কেনার সম্পর্ক থাকে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজের দায় দায়িত্বে নিজের অর্থ দ্বারা সরবরাহকারীর নিকট থেকে ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রথমত চুক্তি ও পরে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্যের মূল্য অবশ্যই সরবরাহকারী বা তার প্রতিনিধিকেই দিতে হবে। কেননা পণ্য যাদের নিকট থেকেই ক্রয় করা হয়েছে মূল্য তারাই পাবে। গ্রাহককে এই মূল্যের অর্থ দেয়া একেবারেই অবৈধ। এরপর উক্ত পণ্য অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে আসা অপরিহার্য। এ পণ্য গ্রাহককে না বুঝে দেয়া পর্যন্ত এর সমস্ত দায় দায়িত্ব ও ঝুঁকি ব্যাংককেই বহন করতে হবে। কেননা এ পণ্যের মালিকানা এখন ব্যাংকের; সেজন্য সরবরাহকারী অথবা গ্রাহক কেউই এর ঝুঁকি বহন করবে না। এ পর্যায়ে অন্যের উপর ঝুঁকি চাপিয়ে দেয়ার অর্থই হবে এর মালিকানা ব্যাংকের ছিল না আর ব্যাংক যার মালিক নয় তা তার জন্য বিক্রয়ও বৈধ নয়। সুতরাং এ পর্যায়ের সকল ঝুঁকি হবে ব্যাংকের জন্য। উল্লেখ্য, সুদী লেনদেনে কোন ঝুঁকি থাকে না বলেই তা অবৈধ। পক্ষান্তরে ক্রয় বিক্রয়ে এই ঝুঁকি রয়েছে বলেই তা বৈধ। পণ্য ক্রয়ের পর তার পরিবহনে যদি বীমা প্রক্রিয়া থাকে তাহলে তার খরচও ব্যাংককেই বহন করতে হবে। কেননা এ পণ্য এখন ব্যাংকের তাই এর আনুষঙ্গিক খরচও হবে তার। তবে পণ্য ক্রয় মূল্যের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে যুক্ত হয়েই তার উপর লভ্যাংশ নির্ধারণ করা যাবে।

গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন

ব্যাংক যেহেতু সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য ক্রয় করে দখল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেই তার মালিক হয়েছে এখন নিজের পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যাংকের পক্ষ হতে গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে কোন দোষ নেই। উল্লেখ্য, এই পণ্যের মালিক হওয়ার পূর্বে যদি গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে তা বৈধ হবে না, তা হবে নিজের দখলে এমন পণ্য বিক্রয়েরই সামিল যা রাসূলুল্লাহ স. সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা হাদীসের দলীলাদি উল্লেখ করেছি। সুতরাং পণ্যটি দখলে নেয়ার পরেই ব্যাংক গ্রাহকের সাথে এই বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে, এর পূর্বে না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহক থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকারনামা নেয়ার সময়ই ঝামেলা এড়ানোর অজুহাতে এই বিক্রয় চুক্তিটিও সম্পন্ন করে ফেলেন এটি একেবারেই অবৈধ, যা ব্যাংকের পক্ষ থেকে হওয়া অবাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য, এ চুক্তিতে আনুষঙ্গিক খরচসহ ক্রয়মূল্য ও লভ্যাংশ স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে এবং কিস্তিতে বিক্রয় করলে পরিশোধের কিস্তি সময়কাল ও ধরনও সেখানে স্পষ্ট থাকতে হবে।

৩. গ্রাহককে পণ্য বুঝিয়ে দেয়া

এ পর্যায়ে ব্যাংকের দখলে আসা পণ্য ব্যাংক গ্রাহককে বুঝিয়ে দিবে।

৪. গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে

সাধারণত এই মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়। যা শরীআহ বৈধ।

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহক ওয়াকীল হওয়া

অনেক সময় 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' লেনদেনে গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রয়ের জন্য ওয়াকীল (প্রতিনিধি) বানানো হয়। ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে তিনি সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয় করেন। যেহেতু এ কাজটি ছিল ব্যাংকের এবং উক্ত প্রতিনিধি ব্যাংকের নিটক থেকেই বিনিয়োগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে, সেহেতু পারিশ্রমিক ছাড়াই তার কাছ থেকে এই অতিরিক্ত কাজটি করানো কতটুকু শরীআহ সম্মত তাও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। তা থেকে যে শ্রমটুকু কোন বিনিময় ছাড়াই গ্রহণ করা হল, "كل قرض جر نفعا" প্রত্যেকটি ঋণ যা মূলধনের অতিরিক্ত কিছু নিয়ে আসে তা সুদ- এই মাপকাঠিতে এ বিষয়টি আদৌ বৈধ কিনা তা মূল্যায়নের প্রয়োজন। তবে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিয়ে দিলে সেটি অন্য কথা। কোন কোন ফকীহ বলে থাকেন ওয়াকীলকে তাই সে যেই হোক না কেন পারিশ্রমিক না দিলেও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন দোষের নয়। সেহেতু এখানে গ্রাহক ওয়াকীল বা প্রতিনিধি হলেও সেজন্য তার পারিশ্রমিক দেয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। আমরা মনে করি, সাধারণ প্রতিনিধি বা ওয়াকীল যদি পারিশ্রমিক না নিয়েই কোন কাজ করে মুওয়াক্কিলের (যিনি ওয়াকিল বানিয়েছেন) নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক না দেয়া হয় তাতে দোষের কিছু নেই এটা ঠিক আছে, তবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে উক্ত ওয়াকীল আসলেই ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের নামে ঋণ নিচ্ছে, সেজন্য ঋণী ব্যক্তির থেকে ঋণদাতা অতিরিক্ত কোন সুযোগ নেয়া বৈধ নয়, সেই আলোকে বিনা পারিশ্রমিকে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকের কাজ করানো উচিত নয় বলে আমরা মনে করি।

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে এমন কোন পণ্য, যা ব্যাংকের জন্য ক্রয় করে দেয়া একেবারেই অসম্ভব- শুধু এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ওয়াকীল বা ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই লিখিত আকারে হতে হবে এবং পণ্য ক্রয়ের অপারগতা যৌক্তিক হতে হবে। সেক্ষেত্রেও প্রতিনিধিকে পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। তবে এই ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রাহককে দেয়ার মাধ্যমে যাতে প্রতিনিধি নিয়োগের দরজা এমনভাবে খুলে না যায় যে, যে কোন সামান্য অজুহাতে ব্যাংক নিজে ক্রয়-বিক্রয় না করে শুধু গ্রাহককেই ক্রয় প্রতিনিধি বানাবে, তাহলে তা শরীআহের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' লেনদেনে ব্যাংককেই পণ্য ক্রয়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে ব্যাংক লেনদেন করতে চাইলে

ব্যাংক হবে আসলে একজন ব্যবসায়ী। তাকে অবশ্যই ময়দানে একজন ব্যবসায়ী যেমন নিজেই পণ্য ক্রয় করে তা অন্যত্র বিক্রয় করেন তেমনি ব্যাংক কর্মকর্তাকে তা ক্রয় করতে হবে। ব্যাংকের কর্মকর্তাকে সশরীরে বাজারে গেয়ে পণ্য ক্রয় করে গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি ও তা বাস্তবায়নে আন্তরিক হয়েই ব্যাংক কর্মকর্তাকে এ ব্যাংকে চাকুরি নেয়া উচিত। তাকে মনে রাখতে হবে, তিনি যত না ব্যাংকার তার চেয়ে তিনি একজন ব্যবসায়ী।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি ব্যাংক গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তাহলে সরবরাহকারী হতে উক্ত ক্রয় প্রতিনিধি মাল ক্রয় করার পর ব্যাংককে তার কাছ থেকে তা বুঝে না নিলেও চলবে বলে দু একজন ফকীহ মত দিয়েছেন। তাদের মতে, ইজাব ও কবুল ছাড়াই বৈধ যে ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি রয়েছে, যাকে بيع التعاطي বলে, এটি সেই লেনদেনেরই অন্তর্ভুক্ত। আসলে ক্রয় বিক্রয় দুই প্রকার।

১. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের মৌখিকভাবে ইজাব ও কবুল প্রয়োজন হয় না। একজন মৌখিকভাবে হয় ইজাব না হয় কবুল উচ্চারণ করলেই অন্যজন চুপ থাকা অবস্থায়ও ক্রয় বিক্রয় বৈধ হয়ে যায়।

২. বিশেষ অবস্থায় মৌখিক ইজাব কবুল ছাড়া ও ক্রয় বিক্রয় সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন এক ব্যক্তি কোন দোকানে প্রবেশ করল। সেখানে সকল পণ্যের উপর মূল্য লেখা রয়েছে। তিনি কোন স্পষ্ট উচ্চারণ না করে তার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো বিক্রেতার সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং লিখিত মূল্য পরিশোধ করে তা ক্রয় করে নিয়ে গেলেন। সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব কবুলের কিছুই উচ্চারণ করলেন না। নিঃসন্দেহে এই দুই প্রকারের লেনদেন بيع التعاطي এর অন্তর্ভুক্ত, যা শরীআহ বৈধ। তবে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে সরবরাহকারীর নিকট থেকে সরাসরি ব্যাংকের কব্জা ব্যতীতই ক্রয় প্রতিনিধি পণ্য নিজে গ্রহণ করলে তা কয়েকটি কারণে بيع التعاطي বলে গণ্য হবে না:

১. بيع التعاطي ইজাব ও কবুলের সাথে সম্পর্কিত, যা মূলত এ ক্রয় বিক্রয়ে মৌখিক উচ্চারিত না হলেও বাস্তবতার আলোকে ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হয়েছে। একপক্ষ পণ্য নিয়ে নিল, অপর পক্ষ দিয়ে দিল, পণ্যের মূল্যও নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং এটি যে ইজাব কবুল তাতে সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাতে ব্যাংক কব্জা না করতে পারার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ওয়াদ বিল বাঈ এর পরে মূল ক্রয় বিক্রয় সম্পন্নই হয়নি। بيع التعاطي তে উভয় পক্ষ উপস্থিত আর এখানে একপক্ষ অনুপস্থিত সুতরাং বা'ঈউত তা'আতি বলে গণ্য হবে না।

২. ব্যাংকের পক্ষ হতে এক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহককে বিক্রয় প্রতিনিধি করাও বৈধ হবে না। কেননা একই ব্যক্তি একই পণ্যের ক্রয় প্রতিনিধি ও বিক্রয় প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ ইসলামী শরীআহ একই লেনদেনে দেয়া হয়নি।

৩. পণ্য সরাসরি সরবরাহকারীর নিকট থেকে ব্যাংকের ক্রয় প্রতিনিধির হাতে পৌছানোর সাথে সাথেই بيع التعاطي হওয়ার সুযোগ এইজন্য নেই যে, এই পদ্ধতি সুদী পদ্ধতিরই নামান্তর। উক্ত মালে যেমন ব্যাংকের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তেমনি তার ক্ষতির ঝুঁকিও তার উপর সামান্য সময়ের জন্য হলেও বর্তায়নি। সুতরাং এ ক্রয় বিক্রয় কখনো বৈধ নয়। তাহলে সুস্পষ্ট হলো যে, এ ক্রয়-বিক্রয়কে بيع التعاطي নাম দিয়ে বৈধ করার কোন সুযোগ নেই।

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন বৈধ ও অবৈধ হওয়া

আসলে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন কোন্ কোন্ কাজের দ্বারা বৈধ লেনদেন বলে গণ্য হয় আর কোন্ কোন্ কাজের দ্বারা অবৈধ বলে বিবেচিত হয় নিম্নের ছকে তা উল্লেখ করা হলো-

বৈধ	অবৈধ
১. গ্রাহকের জন্য আলওয়াদ বিশশিরা এর অঙ্গীকারকে বাধ্যতামূলক না করা	গ্রাহকের জন্য আলওয়াদ বিশ শিরাকে বাধ্যতামূলক করা[৩৯]
২. সরবরাহকারী হতে পণ্য ব্যাংক বুঝে নিয়ে দখলে এনে তারপর তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা	পণ্য না বুঝেই দখল ছাড়াই গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করা
৩. গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য দখলে নেয়ার পরে করা	গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য দখলে নেয়ার পূর্বে সম্পন্ন করা
৪. পণ্যের মূল্যের অর্থ কোনভাবেই গ্রাহককে না দেয়া	পণ্যের মূল্যের অর্থ গ্রাহক বা তার প্রতিনিধিকে দিলে তাই তা ক্যাশ থেকে হোক বা তার একাউন্টে হোক, এ সময় এ অর্থ পণ্যের মূল্য বাবদ খরচ না হয়ে অন্য কিছুতে খরচ হতে পারে
৫. বিশুদ্ধ ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করে পণ্যের মূল্য সরবরাহকারীকে দিলে	সরবরাহকারীর নিকট গ্রাহক পূর্ব থেকে ঋণী থাকলে নামমাত্র ক্রয় বিক্রয় দেখিয়ে সে টাকা সরবরাহকারীকে দিয়ে দিলে তা দিয়ে গ্রাহক ঋণ শোধ করলে

[৩৯]. এ বিষয়ে আধুনিক ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞের মতে, ক্রয়ের অঙ্গীকার প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক। - নির্বাহী সম্পাদক।

৬. চাহিদামত গ্রাহক পণ্য নিজের কাজে ব্যবহার করলে	গ্রাহককে পণ্য বুঝে দেয়ার পর গ্রাহক উক্ত পণ্য ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে পুনরায় সরবরাহকারীর নিকট বিক্রয় করলে
৭. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের ভিতরে অবশ্যই পণ্যের আদান প্রদান হতে হবে। প্রত্যেকের নিকট থেকে ব্যাংক পণ্য দখলে নিয়ে অপরকে বুঝে দিতে হবে	সরবরাহকারী পূর্ব থেকেই মুরাবাহা এর জন্য গ্রাহককে বিল/ভাউচার প্রদান করে একইভাবে গ্রাহক ও সরবরাহকারীকে বিল/ভাউচার প্রদান করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক হয় সরবরাহকারী আর উভয়ই ব্যাংকে এসে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে অংশ নেয়। সেক্ষেত্রে পণ্যের আদান প্রদান হয় না শুধু অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থই লেনদেন হয়।
৮. গ্রাহককে প্রতিনিধি না বানিয়ে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করলে	ব্যাংক সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য অপারগ হলে শরীআহ কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে লিখিতভাবে গ্রাহককে ওকীল বা প্রতিনিধি না বানিয়ে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করলে
৯. ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় প্রতিনিধি থেকে পণ্য দখলে নিলে	গ্রাহক ব্যাংকের ক্রয় প্রতিনিধি হয়ে টাকা ব্যাংক থেকে গ্রহণ করে পণ্য ক্রয় করার পর তা ব্যাংক দখলে না নিয়েগ্রাহকের নিকট পুনরায় বিক্রয় করলে
১০. ক্রয় প্রতিনিধি ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে তা দিয়ে নির্ধারিত মাল ক্রয় করলে এবং ব্যাংক তা দখলে নিয়ে তাকে বুঝে দিলে	ক্রয় প্রতিনিধি ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে তা দিয়ে নির্ধারিত মাল ক্রয় না করলে
১১. পূর্বের দায় ভিন্ন কোন ফান্ড থেকে পরিশোধ করে পরবর্তীতে পুনরায় আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে অংশগ্রহণ করা	নতুন আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পূর্বের দায় শোধ করা
১২. পূর্বের দেনা পরিশোধের জন্য কোন বিনিময় ছাড়াই সময় বাড়িয়ে দেয়া	পূর্বের দেনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক সময় বাড়িয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা
১৩. সহযোগিতার মাধ্যমে শরীআহ লংঘন না করেই Overdue পরিশোধের জন্য গ্রাহককে সুযোগ করে দেয়া	ব্যাংক Overdue নামক অভিশাপ থেকে গ্রাহককে বাঁচানো ও ব্যাংক বাঁচার জন্য পুরাতন দায়কে নতুন দায়ে সমন্বয় করা
১৪. যত টাকা অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং যে পণ্য ক্রয়ের জন্য তা অনুমোদন নেয়া হয়ে সেই অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করা	অনুমোদিত টাকার চেয়ে কম টাকার পণ্য ক্রয় অথবা অনুমোদিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্য ক্রয় করা

১৫. পণ্য সরবরাহকারী থেকে বুঝে নেয়ার পরে গ্রাহককে বুঝে দেয়ার পূর্বে যদি ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহলে তা ব্যাংককেই বহন করা	এ অবস্থায় ব্যাংক ক্ষয় ক্ষতির দায় বহন না করা
১৬. গ্রাহকের জামানত লোকসান যদি না হয় পরিপূর্ণটা আর লোকসান হলে সমন্বয় করার পরে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহককে ফিরিয়ে দেয়া	গ্রাহকের জামানত ফিরিয়ে না দেয়া
১৭. মাল ক্রয়ের পূর্বে তার মূল্য বাবদ অর্থ ব্যাংক থেকে ক্রয় প্রতিনিধিকে দেয়া	পূর্বে গ্রাহক মাল ক্রয় করে পরে ব্যাংক থেকে এর মূল্য বাবদ অর্থ নিয়ে নেয়া। (এমনকি এ পরিস্থিতিতে পণ্য সরবরাহকারীকেও উক্ত টাকা দিলে তাও এটি অবৈধই থাকবে)
১৮. প্রকৃত ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হলে	শুধুমাত্র ক্যাশ মেমো সরবরাহ করা ও কাগুজে ক্রয় বিক্রয় হওয়া এবং প্রকৃত ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া
১৯. ব্যাংক কর্তৃক মাল ক্রয় করলে	ক্রয় প্রতিনিধি ও ব্যাংক ব্যতীত অন্য কেউ পণ্য ক্রয় করলে
২০. সরবরাহকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা	সরবরাহকারীর অস্তিত্ব না পাওয়া
২১. ডিসবার্সমেন্টের পরে ক্যাশ মেমো ইস্যু হওয়া	ডিসবার্সমেন্টের পূর্বে ক্যাশ মেমো ইস্যু হওয়া
২২. ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণের সাথে ক্যাশ মেমোর পরিমাণ মিল থাকা	ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণের সাথে ক্যাশ মেমোর পরিমাণ মিল না থাকা

এখানে অবৈধতার সমস্যা উত্তরণের সর্বোত্তম পন্থাসমূহ হচ্ছে-

১. বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গ্রাহক ও সরবরাহকারীদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করা;

২. শরীআহর প্রশিক্ষণকে আরো জোরদার করা;

৩. আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা একটি ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি, যা সম্পাদনের জন্য ব্যবসায়ীর প্রয়োজন। সেজন্য ব্যাংকের জনশক্তিকে ব্যবসায়ীগণ যেসব কার্য সম্পাদন করেন তা সম্পাদনকে মেনে নিয়ে কার্যক্রমে অংশ নেয়া;

৪. এ পদ্ধতি শরীআহ অনুযায়ী সম্পাদিত না হলে লেনদেন সুদী লেনদেনে রূপান্তরিত হয় সেজন্য সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া;

৫. শরীআহ পরিপালনকে জটিল মনে করে তা পরিপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন না করা;

৬. এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া;

৭. বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বেই গ্রাহককে শরয়ী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান;

৮. শরীআহ লংঘনকারী কর্মকর্তাকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা;

৯. শরীআহ মুরাকিবগণকে তাদের পদোন্নতি, জবাবদিহি প্রভৃতির জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শরীআহ সুপারভাইজরি কাউন্সিলের নিকট নির্ভরশীল করা;

১০. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদ শুধু ব্যবসার স্বার্থে ব্যাংককে ইসলামীকরণ না করে সত্যিকার অর্থে আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকের প্রতিটি কাজে শরীআহ পরিপালনের ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর হওয়া এবং শরীআহ পরিপালন ও বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া।

উপসংহার

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা যদি সঠিকভাবে শরীআহ পরিপালন করে অনুশীলন করা যায়, তাহলে এ পদ্ধতি হালাল ও এ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশও হালাল। তবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যাংকসমূহকে খুব সতর্কতার সাথে এ পদ্ধতিকে অনুশীলন করা অপরিহার্য। সামান্য অবহেলা, অসতর্কতা ও গাফলতির কারণে এ পদ্ধতি অনুশীলনে শরীআহ লংঘন হলে, এ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সুদে পরিণত হবে তাতে সন্দেহ নেই, যার অনিবার্য পরিণতিতে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যাংকসমূহে সুদের সংমিশ্রন ঘটবে, যা মোটেও কাম্য নয়।